দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 27 DEC 1986 ...
পৃষ্ঠা ... শিক্ষাঙ্গন ...

061

শিক্ষাঙ্গন

পঞ্চম শ্রেণীতে কেন্দ্র পরীক্ষা

গৃহকোণ থেকে আরম্ভ হয় মানব জাতির শিক্ষা জীবন আর সমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে। তবে আমরা সাধারণ অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সময়কেই শিক্ষা জীবন বলে থাকি। আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। এখানেই শুরু হয় ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি পর্ব। এটাই ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি। যদি ভিত্তি শক্ত ও মজবুত করে তৈরী করা যায় তবে উপরে যত বড় অট্টালিকাই গড়া হোক না কেন, ধসে পড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তেমনিভাবে যদি আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সুষ্ঠু শিক্ষার সাথে সাথে দায়িত্ব, কর্তব্য ও শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে প্রতিযোগী মন-মানসিকতা গড়ে তোলা যায় তবে ভবিষ্যতে সুফল অনিবার্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিত্তি দৃঢ় করার একটি দিক নিয়েই কিছু পরামর্শ। স্বাধীনতার পরের বছরই বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম পঞ্চম শ্রেণীর কেন্দ্র পরীক্ষা হয়। পরে অবশ্য প্রাথমিক কিছু জটিলতার কারণে মধ্যে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবে আবার গত তিন বছর যাবত অনেকগুলো উপজেলাতেই কেন্দ্র পরীক্ষা হচ্ছে। এখন প্রশন হতে পারে, এতে ছাত্র-ছাত্রীদের কি উপকার? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অনেক উপকার আছে। (ক) এ পরীক্ষাটি হয় সম্পূর্ণ মাধ্যমিক পরীক্ষার কাঠামো অনুযায়ী, এতে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে প্রস্তুতি এবং ধারণা জন্মে। (খ) অনেকগুলো বিদ্যালয়ের পরীক্ষা একই কেন্দ্রে সংগঠিত হয় বলে প্রতিযোগী মনোভাব জন্মে। (গ) প্রথম, দিবতীয়, তৃতীয় ছাড়াও ডিভিশনের ব্যাপার আছে বিধায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীই ন্যূনতম একটা ডিভিশন আশা করে বলে পড়াশুনায় বেশী মনোযোগী হয়। (ঘ) মাধ্যমিক পরীক্ষার ভীতি কমে যায় বলে ভবিষ্যতে ভাল করার আশাও সুনিশ্চিত হয়। এমনি আরও অনেক উপকার করতে পারে মাত্র একটি কেন্দ্র পরীক্ষা।

আমাদের দেশে প্রায় ৪৪ হাজার প্রাথমিক স্কুল আছে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক স্কুলেই এ পদ্ধতি চালু আছে। অচিরেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এ পদ্ধতির অংশীদার করে জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি শক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

—খন্দকার মামুন-অর-রশিদ